ভোরের কাগজ

তারিখ 22 JAN 2006
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

এ বছর আদায় হবে ২ কোটি ১৩ লাখ টাকা

ভিকারুননিসায় ভর্তি হতে অতিরিক্ত দিতে হচ্ছে ২০ হাজার টাকা

বিভাষ বাড়ৈ : ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ম্যানেজিং কমিটির চাপিয়ে দেওয়া অতিরিক্ত অর্থের বোঝা থেকে রেহাই পাচ্ছে না রাজধানীর ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু ১ হাজার ৬৭ জন শিক্ষার্থী অভিযোগ উঠেছে, নিয়মিত ফির বাইরেও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা। অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার নতুন কৌশল হিসেবে ম্যানেজিং কমিটি উন্নয়ন ফি নামে এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে ঘোষণা দিয়েছে। জানা গেছে, গত বছর প্রথম উন্নয়ন ফি নামক নতুন ফি আদায় শুরু হয়। গত বছর এই ফি ছিল ১০ হাজার টাকা। এ বছর এক লাফে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২০ হাজার টাকা।

অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, প্রতিষ্ঠান থেকে খোলাখুলিই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই চলবে না- ভর্তি হতে হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিয়মিত ফির বাইরে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ফি বাবদ অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা অবশ্যই দিতে হবে। ফলে সন্তানের ভবিষ্যতের

● প্রথম পাতার পর

ভিকারুননিসায় ভর্তি হতে

কথা চিন্তা করে অভিভাবকরা নিরুপায় হয়েই অতিরিক্ত টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাদের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ফি না দিয়ে ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষার্থীদের অনেকটা জিম্মি করে অর্থ আদায় করছে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা উত্তীর্ণরা আর কোথাও ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেনি। ফলে শিক্ষার্থীদের অন্য কোথাও ভর্তি হওয়ার আর কোনো সুযোগ এখন নেই। আর এই সুযোগই কাজে লাগাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

হিসাব কষে দেখা গেছে, উন্নয়ন ফি নামে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে ২ কোটি ১৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা। জানা গেছে, এ বছর প্রতিষ্ঠানটির তিনটি শাখায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ১ হাজার ৬৭ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এরমধ্যে মূল শাখায় ৬২২ জন, ধানমন্ডি শাখায় ১৭৯ জন এবং বসুন্ধরা শাখায় ২৬৭ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। বিভিন্ন শাখা ভর্তির জন্য টাকার পরিমাণেও রয়েছে ভিন্নতা। ভর্তির জন্য মূল শাখায় উন্নয়ন ফি ২০ হাজারসহ মোট ২৬ হাজার ১৪০ টাকা, ধানমন্ডি শাখায় ২৩ হাজার ৬৪০ টাকা এবং বসুন্ধরা শাখায় ২৩ হাজার ৪৪০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে।

নিয়মিত ফির মধ্যে রয়েছে মাসিক বেতন ৩০০ টাকা, ভর্তি ফি ৩০০ টাকা, সেশন চার্জ ২ হাজার টাকা, পরীক্ষার ফি ১৫০ টাকা, রিপোর্ট কার্ড ১৫০ টাকা, ফরম ফি ৬০ টাকা, স্কাউট ফি ৩০ টাকা, মিলাদ ফি ২০ টাকা এবং বিবিধ ১০০ টাকা। তবে শাখাভেদে এই পরিমাণেও ভিন্নতা রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটিতে ভর্তি প্রক্রিয়া এখন প্রায় শেষের পথে। তবে প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে অভিভাবকরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক অভিভাবক বলেছেন, তাদের সন্তান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই কেবল তারা জানতে পারে উন্নয়ন ফি নামক অতিরিক্ত এই টাকার কথা। তারা বলেন, সকলেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে তাদের সন্তান ভালো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হোক। তাছাড়া অভিভাবকরা যখন এই টাকার কথা জানতে পারেন তখন অন্য কোথাও ভর্তি তেমন কোনো সুযোগও ছিল না।

এদিকে ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে বাড়তি অর্থ আদায়ের অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করছেন প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক প্রতিনিধি বিএনপির অঙ্গ সংগঠন শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক বি এম বাকি হোসেন। গতকাল শনিবার ভোরের কাগজকে তিনি বলেন, উন্নয়ন ফির টাকা অবশ্যই স্কুলের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। তিনি বলেন, এই স্কুলের উন্নয়ন কাজের জন্য সরকারের কোনো সহায়তা পাওয়া যায় না। এ কারণেই উন্নয়ন কাজে অর্থ ব্যয়ের জন্য এ ফি ধরা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষকদের বেতনও বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্কুলের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজও বর্তমানে চলছে। সে হিসেবে উন্নয়ন ফি তেমন একটা বেশি নয়।